



36619 - নারীদের জন্য প্রযোজ্য হজ্জের বধিবিধান

প্রশ্ন

আমি এ বছর হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করব আপনারা আমাকে এমন কিছু উপদশে ও পরামর্শ দাবিনে যোগেগে হজ্জের ক্ষেত্রে আমার কাজে লাগবে। এর সাথে আমি একটি প্রশ্নও পশে করছি: হজ্জের এমন কোন কাজ আছে কি যেক্ষেত্রে নারীদের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে ভিন্ন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মুসলিমি বোন,

আপনি হজ্জ আদায় করার জন্য মক্কায় সফর করার য়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা সটোক সবাগত জানাচ্ছি। এ মহান ফরজ ইবাদতরে ব্যাপারে অনকে মুসলিমি নারী গাফলে। অনকে নারীই জাননে না য়ে, তাদরে উপর হজ্জ ফরজ। আবার অনকে জানা সত্ববে “অচরিই আদায় করব” এই জপ জপতে জপতে হজ্জ না করে মারা যান। অনকে হজ্জের কার্যাবলী সম্পর্কে কিছু না জনে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলোতে লিপ্ত হয়। এমনও হয় য়ে, তাদরে কারো কারো হজ্জ বাতলি হয়ে গেছে কনিতু স়ে বুঝতে পারে না। আল্লাহই সহায়।

হজ্জ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর ফরজকৃত ইবাদত। এটি ইসলামরে পঞ্চম বুনয়াদ। এ ইবাদত নারীদের জন্য জহিদতুল্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন: “তোমাদের জহিদ হচ্ছ- হজ্জ।” [সহি বুখারী] মুসলিমি বোন,

আমরা নীচে কিছু উপদশে, পরামর্শ ও নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হজ্জের বধিবিধানগুলো উল্লেখ করব। এগুলো অনুসরণরে মাধ্যমে মাকবুল ও মাবরুর হজ্জ পালন করা সম্ভব হবে। মাবরুর হজ্জের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “এর প্রতিদিন হচ্ছ- জান্নাত”। [সহি বুখারী ও সহি মুসলিমি]

১. আল্লাহর জন্য ইখলাস বা একনিষ্ঠতা য়ে কোন ইবাদত শুদ্ধ হওয়া ও কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। এর মধ্যে হজ্জও রয়েছে। সুতরাং হজ্জ করার ক্ষেত্রে আপনি মুখলসি হোন। রয়্যা বা লটেককিতা থেকে দূরে থাকুন। কারণ রয়্যাআমলকে বনিষ্ট করে দেয় এবং শাস্তি অবধারতি করে। ২. ইবাদত পালনে সুন্নাহর অনুসরণ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে

আদর্শ মতোবকে হওয়া আমল শুদ্ধ হওয়া ও কবুল হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি এমন আমল করে যা আমাদের শরিয়তে নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।”[সহহি মুসলমি]এ হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ মতোবকে হজ্জেরে বধিবিধান শিক্ষা করার প্রত্যাখ্যাতকে আহ্বান জানাচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি কুরআন-সুন্নাহর সহহি দলিলেরে ভিত্তিতে রচতি গ্রন্থগুলোর সহায়তা নতি পাবনে। ৩. শরিকেরে আকবর, শরিকেরে আসগর ও সকল প্রকার গুনাহর ব্যাপারে সাবধান থাকুন। কারণ শরিকেরে আকবর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে দেয়, আমল নষ্ট করে দেয় এবং শাস্তি অবধারতি করে। শরিকেরে আসগর আমল নষ্ট করে দেয় ও শাস্তি অবধারতি করে। আর গুনাহ শুধু শাস্তি অবধারতি করে। ৪. নারীর জন্য মোহরমে ছাড়া হজ্জেরে সফর বা অন্য কোন সফরে বের হওয়া জায়যে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন নারী মোহরমে ছাড়া সফরে যাবে না”[সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি]মোহরমে হচ্ছ- নারীর স্বামী এবং যাদের সাথে নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম এমন পুরুষগণ।বিয়ে যে কারণেই হারাম হোক না কেনে - সটো নকিটাত্মীয়তা, দুগ্ধপান বা ববোহকি আত্মীয়তাএর যে কোনটি। মোহরমে সঙ্গে থাকা নারীর উপর হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত। যদি নারীর সঙ্গে যাওয়ার মত কোন মোহরমে না পাওয়া যায় তাহলে তার উপর হজ্জ ফরজ হবে না। ৫. নারী যে কোন ধরনের পোশাকে ইহরাম বাঁধতে পারনে। সটো কালো রঙেরে হোক অথবা অন্য যে কোন রঙেরে হোক। তবে অশ্লীল ও উত্তজেক পোশাক থেকে বঁচে থাকববে। যমেন- সংকীর্ণ, স্বচ্ছ, কাটা বা ছঁড়া, ডজাইন করা ইত্যাদি পোশাক। অনুরূপভাবে পুরুষেরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক বা কাফরেরে পোশাক পরধান করববে না।এ থেকে আমরা জানতে পারি সাধারণ মানুষেরে মধ্যযে যারা নারীদের উপর বিশেষে রঙেরে পোশাকে ইহরাম করা অনবির্ষ্য করে দনে যমেন- সবুজ বা সাদা রঙেরে পোশাকতাদেরে পক্ষযে কোন দলিলি নাই। বরং এটিনিবতর বদিআত। ৬. ইহরাম বাঁধার পর নারীর জন্য সব ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করা নাজায়যে। সটো গায়েরে হোক অথবা পোশাকেরে হোক। ৭. ইহরামকারী নারীর জন্য মাথার চুল বা শরীরেরে যে কোনচুল যে কোন মাধ্যমে তুলে ফলো নাজায়যে। তদ্রূপ নখ কাটাও হারাম। ৮. ইহরামকারী নারীর জন্য নকিব পরা, হাত মজো পরা হারাম। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নারী নকিব পরবে না, মজো পরবে না।”[সহহি বুখারি] ৯. ইহরাম অবস্থায় নকিব পরা বা মজো পরা নষিদিধ এ অজুহাতে কোন নারী তার চহোরা বা হাত বগোনা পুরুষেরে সামনে প্রকাশ করববে না। কারণ যে কোন কাপড় দিয়ে বা আঁচল দিয়ে নারী তার চহোরা ও হাত ঢেকে রাখতে পারনে। উম্মুল মুমনীন আয়শো (রাঃ) বলেন: “আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাথে ইহরামরত ছলিম তখন আরচোহীরা আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা মাথার উপর থেকে মুখেরে উপর ওড়না ফলে দতিম।তারে পার হয়ে গেলে আমরা মুখ খোলা রাখতাম।”[সুনানে আবু দাউদ, আলবানী ‘হযিবুল মারআ আল-মুসলমি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন] ১০. কছি কছি নারী ইহরাম অবস্থায় তাদেরে মাথার উপর পাগড়ী বা এ জাতীয় কছি দিয়ে ওড়না বা চাদর উঁচু করে রাখনে যাত করে ওড়না মুখমণ্ডল স্পর্শ না করে। এটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি; এর কোন প্রয়োজন নাই। কেনো কোন আবরণ ইহরামকারী নারীর মুখমণ্ডল স্পর্শ করলে কোন অসুবিধা নাই। ১১. ইহরামকারী নারীর জন্য কামজি, সলোয়ার, পায়েরে মজো, স্বর্ণেরে চুড়ি, আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি পরা জায়যে। তবে হজ্জ অবস্থায় অথবা হজ্জ বগোনা পুরুষ থেকে তাদেরে সটোন্দর্য লুকয়ি রাখা তাদেরে উপর ফরজ। ১২. হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে নয়ি মকাত পার হওয়ার সময় যদি নারী হায়যেগ্রসত হয়ে যান তখন কটে



কটে এ ধারণা করে ইহরাম করনে না যে, পবিত্র অবস্থায় ইহরাম করা শরত। তাই ইহরাম ছাড়া তারা মকীত অতিক্রম করনে। এটি স্পষ্ট ভুল। কারণ হায়ে ইহরামের প্রতিনিধক নয়। বরং হায়েগ্রসত নারীও ইহরাম করবনে এবং অন্যরো যা যা করে তনিও তা তা করবনে শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবনে না; পবিত্র হওয়ার পরে তাওয়াফ করবনে। যদি তনি ইহরাম না বঁধে মকীত পার হয়ে যান তাহলে তার উপর ওয়াজবি হল পুনরায় মকীতে ফরি আসা। যদি তনি ফরি না আসনে তাহলে একটা ওয়াজবি ছড়ে দেয়ার কারণে তার উপর দম (পশু উৎসর্গ) দয়ো ওয়াজবি। ১৩. নারী যদি কোন কারণে নুসুক (হজ্জ বা উমরা) সম্পন্ন করত না পারার আশংকা করনে তাহলে তনি ইহরামকালে শরত করে নবনে এবং বলবনে: “ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি” (অর্থ- যদি কোন প্রতিনিধকতা আমাকে আটক করে তাহলে আমি প্রতিনিধকতা স্থলে হালাল হয়ে যাব)। যদি তনি এ রকম কোন প্রতিনিধকতার সম্মুখীন হন তাহলে তনি হালাল হয়ে যাবনে এবং তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। ১৪. আপনি হজ্জের কাজগুলো আবার একটু স্মরণ করে ননি: এক: তারবিয়ার দনি অর্থাৎ জলিহজ্জ মাসের ৮ তারখে গোসল করুন, ইহরাম বাঁধুন এবং এই বলে তালবিয়া পড়ুন: “লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারকিা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নমিতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা শারকিা লাক।” (অর্থ: হে আল্লাহ! আমি হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নিরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নয়োমত আপনার-ই জন্ম এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্ম। আপনি নিরিঙ্কুশ।) দুই: মীনায় যাবনে। সখোনে গিয়ে যোহর, আসর, মাগরবি, এশা ও ফজরের নামায স্ব স্ব ওয়াক্তে চার রাকাত নামাযগুলো কসর (দুই রাকাত দুই রাকাত) করে আদায় করবনে। তনি: ৯ই জলিহজ্জ সূর্যোদয়ের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবনে। সখোনে যোহর ও আসরের নামায একত্রে যোহরের ওয়াক্তে কসর করে আদায় করবনে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার মাঠে দয়ো, যকিরি ও তওবারত অবস্থান করবনে। চার: ৯ই জলিহজ্জ সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে মুযদালফির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবনে। মুযদালফিতে পৌঁছে মাগরবি ও এশার নামায একত্রে ও কসর করে আদায় করবনে। ফজরের নামায পর্যন্ত সখোনে অবস্থান করবনে। ফজরের পর আকাশ ভালভাবে ফরসা হওয়া পর্যন্ত যকিরি, দয়ো ও মুনাজাতের মাধ্যমে কাটাবনে। পাঁচ: ঈদরে দনিরে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালফি থেকে মনিার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবনে। মনিয় পৌঁছে নমিনোক্ত কাজগুলো করবনে: ক. জমরা আকাবাতে সাতটুকংকর নকি্ষেপে করবনে। প্রতিটুকংকর নকি্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবনে।

খ. সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর হাদি (হজ্জে উৎসর্গযোগ্য পশু) জবাই করবনে।

গ. মাথার সবগুলো চুলেরে অগ্রভাগ থেকে আঙুলেরে এক কর পরমিণ (প্রায় ২ সে.মি.) কর্তন করবনে।

ঘ. মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাযা (ফরজ তাওয়াফ) আদায় করবনে। তামাত্তু হজ্জকারী হলে অথবা ইফরাদ ও ক্বরীানকারী তাওয়াফে কুদুমেরে সাথে সাঈ করে না থাকলে সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাঈ করবনে।

ছয়: ১১, ১২ ও ১৩ ই জলিহজ্জ সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার পর জমরাগুলোতে কংকর নকি্ষেপে করবনে; যদি আপনি বলিম্বে মনি ত্যাগকারী হন। আর যদি অবলিম্বে মনি ত্যাগকারী হন তাহলে ১১ ও ১২ ই জলিহজ্জ কংকর নকি্ষেপে করবনে



এবং এ রাতগুলো মনিতাবে অবস্থান করবনে।

সাত: যখন আপনি নিজের দশে ফেরি যতে চাইবনে তখন বদায়ী তাওয়াফ আদায় করবনে। এর মাধ্যমে আপনার হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত হবে।

১৫. নারীগণ উচ্চস্বরে তালবয়্যা পড়বনে না। বরং নমিনস্বরে তালবয়্যা পড়বনে; যাতে নিজ কানে শুননে ও আশপাশের মহলিরা শুনতে পায়। ফতেনা থেকে বাঁচতে ও কারো নজরে পড়া থেকে দূরে থাকার জন্য বগোনা পুরুষদেরকে শুনাবনে না। হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর থেকে ঈদের দিন জমরা আকাবাতে কংকর নক্ষিপে করা পর্যন্ত তালবয়্যা পড়তে থাকবনে।

১৬. যদি কোন নারী তাওয়াফ শেষে করার পর সাঈ করার পূর্বে হায়েগ্রস্ত হয়ে পড়নে তাহলে তিনি সবে অবস্থায় হজ্জের বাকী কাজগুলো শেষে করবনে। ঐ অবস্থাতই সাঈ সম্পন্ন করবনে। কেননা সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

১৭. যদি নারীর স্বাস্থ্যেরে জন্য ক্ষতকির না হয় তাহলে হায়ে রোধকারী ট্যাবলেটে খাওয়া বধে।

১৮. হজ্জের সকল কার্যাবলী পালনেরে ক্ষতেরে পুরুষদেরে ভড়ি এড়িয়ে চলবনে। বিশেষতঃ তাওয়াফকালে হাজারে আসওয়াদ ও বুকনে ইয়মোনীর কাছে। তদ্রূপ সাঈ ও কংকর নক্ষিপেকালে। য়ে সময়গুলোতে ভড়ি কম থাকে আপনি সবে সময়গুলো নর্বিাচন করবনে। উম্মুল মুন্নীন আয়শো (রাঃ) পুরুষদেরে থেকে দূরে একাকী তাওয়াফ করতনে। ভড়ি থাকলে তিনি হাজারে আসওয়াদ ও বুকনে ইয়মোনী স্পর্শ করতনে না।

১৯. নারীদেরে উপর তাওয়াফেরে রমল ও সাঈর দটোড় নহে। রমল হচ্ছ- তাওয়াফেরে প্রথম তিনি চক্করে ছোট ছোট কদমে দ্রুত হাঁটা। আর সাঈর দটোড় হচ্ছ- সাঈর প্রতিটি চক্করে সবুজ রঙে চহ্নিতি স্থানটি দটোড়িয়ে পার হওয়া। এদুটি পালন করা পুরুষদেরে জন্য সুন্নত।

২০. ছোট্ট একটা বই পাওয়া যায় য়ে বইটির মধ্যে কছি বদিআতি দোয়া আছে এবং তাওয়াফ ও সাঈর প্রত্যকে চক্করেরে জন্য বিশেষ বিশেষে দোয়া লখে আছে এ বইটি বর্জন করবনে। অথচ এরকম বিশেষে দোয়ার সপক্ষে কোন কুরআন হাদিসেরে দলিল সাব্যস্ত হয়নি। ব্যক্তি তাওয়াফ ও সাঈর মধ্যে য়া খুশি দুনিয়া ও আখরোতেরে কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে পারনে। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্গতি কোন দোয়া দিয়ে দোয়া করনে সটো উত্তম।

২১. হায়েগ্রস্ত নারীর জন্য দোয়া ও যকিরিরে বই পড়া জায়যে যদি সবে বইয়েরে মধ্য কছি কুরআনেরে আয়াত থাকে তবুও। অনুরূপভাবে স্পর্শ না করে কুরআন শরফি পড়াও তার জন্য জায়যে।

২২. আপনার শরীরেরে কোন অংশ উন্মুক্ত করার ক্ষতেরে সাবধান থাকবনে বিশেষতঃ য়ে স্থানগুলোতে কোন পুরুষ আপনাকে দেখে ফলেতে পারে। য়মেন- সাধারণ ওজুখানা। কারণ কছি কছি নারী এ স্থানগুলোতে পুরুষেরে অতি কাছাকাছি উপস্থিতিকি



পরয়ো করে না। তিনি তার মুখ, হাতের কনুই, পায়ের গোছা পর্যন্ত উন্মুক্ত করে ফেলেন। ক্షত্রে বশিষে মাথার ওড়না খুলে ফেলেন এতে তার মাথা ও গর্দান উন্মুক্ত হয়ে যায়। অথচ এগুলো উন্মুক্ত করা হারাম। এতে করে সে নারী নজি ও তার দ্বারা অন্য পুরুষেরো ফতেনাগ্রসত হতে পারে।

২৩. নারীদের জন্য ফজরে আগে মুয়দালফি ত্যাগ করা জায়যে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু কিছু নারীকে বশিষেতঃ দুর্বলদেরকে এই অবকাশ দিয়েছিলেন যে, তারা শেষে রাতে চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পর মুয়দালফি ত্যাগ করতে পারবে যাতা করে ভড়িরে আগে তারা জমরা আকাবাতে কংকর নক্শেপে করতে পারেন। সহি বুখারি ও সহি মুসলমি এসছে- “মীনার রাতরতি সাওদা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নকিট লোকদের আগে মীনা ত্যাগ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি শরীর ভারী মহলা ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন।”

২৪. নারীর অভিবাক যদি মনে করেন জমরা আকাবার চতুর্দিকে খুব ভড়ি হচ্ছে এবং এ অবস্থায় নারীদের নিয়ে কংকর নক্শেপে করতে যাওয়া আশংকাজনক সক্ষেত্রে নারীরা দরৌ করে রাতের বলোয় কংকর নক্শেপে করা জায়যে। যাতা ভড়ি কম যায় অথবা একবোরভেড়ি না থাকে। এই বলিম্বরে কারণে তাদের উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না।

একই বধিান তাশরকিরে দনিগুলোতে কংকর নক্শেপেরে ক্షত্রেও প্রযোজ্য। নারীরা আসররে পর জমরাগুলোতে কংকর নক্শেপে করতে পারেন। এটা সবাই জানে যে, এ সময়ে ভড়ি কিছুটা কম থাকে। যদি এ সময়েরে মধ্যওে কংকর নক্শেপে করতে না পারেন তাহলে রাতে কংকর নক্শেপে করতে কোন দোষ নই।

২৫. সাবধান সাবধান:

পরপূরণ হালাল হওয়ার আগে কোন নারীর জন্য তার স্বামীকে সহবাস করার বা আলড়িগন করার সুযোগ দয়ো জায়যে নই।

পরপূরণ হালাল তনিটিকাজরে মাধ্যমে অর্জতি হয়:

এক: জমরা আকাবাতে সাতটা কংকর নক্শেপে করা।

দুই: মাথার সমস্ত চুল এক কর পরমাণ (প্রায় ২ সে.মি.) কর্তন করা।

তনি: হজ্জরে তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফায়া) আদায় করা।

এতনিটিকাজ সম্পন্ন করলে ইহরামেরে পর নারীর জন্য যা কিছু হারাম হয়েছিল সবকছু হালাল হবে এমনকি সহবাসও। যদি এ তনিটির মধ্যে দুটি সম্পন্ন করেন তাহলে তার জন্য সহবাস ছাড়া বাকী সবকছু হালাল হবে।

২৬. চুলেরে আগা কর্তনকালে বগোনা পুরুষদেরকে চুল দেখানো নাজায়যে। অনেকে নারী মারওয়া পাহাড়েরে উপর এ কাজটিকরে থাকেন। কারণ চুল সতররে অন্তর্ভুক্ত বগোনা পুরুষকে চুল দেখানো জায়যে নই।



২৭. পুরুষদের সামনে ঘুমানো থেকে সাবধান। যবে সব পরবার তাবু ছাড়া অথবা মানুষেরে চোখ থেকে আড়াল নয়োর মত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া হজ্জ করে থাকনে আমরা সসেব পরবারেরে মহলিদরে অনকেককে দেখে তারা রাস্তায়, ফুটপাতে, ওভার ব্রজিরে নীচে, মসজিদে খাইফে পুরুষদেরে সাথে একসঙ্গে অথবা পুরুষদেরে কাছাকাছ স্থানে ঘুময়ি থকনে। এটি বড় ধরনের গুনীর কাজ। এ কাজে বাধা দেওয়া ও করতনে না দেওয়া কর্তব্য।

২৮. হায়যে ও নফিসগ্রস্ত নারীর উপর বদীয়ী তাওয়াফ নহে। এটিনারীদরে জন্য ইসলামী শরয়িতরে বশিষে ছাড়া।

হায়যেগ্রস্ত নারীর জন্য বদীয়ী তাওয়াফ না করনে তার ফ্যামলিরি সাথে দেশে ফরিযে যাওয়া বধে। সুতরাং হে মুসলমি বনে, এ সহজীকরণ ও এ নয়োমতরে শুরয়ী আদায় করুন।